শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের

প্রার্থনা।

"ভক্তের জয়" প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থ-সম্পাদক

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভু কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

পরম ভাগবত

শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের

সম্পূর্ণ সাহায্যে

৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী-কার্য্যালয়

হইতে প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৭, অগ্রহায়ণ

বঙ্গাব্দ ১৩১৯।

কলিকাতা, ১৭নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্
বাণী-প্রেসে,
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

নিবেদন।

আজি ভক্ত সুধীজন হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন-
সুধা-পানে-বিভোর-হৃদয়,
মিলেছেন শুভক্ষণে পূত পদ-রজঃকণে
ধন্য করি' দীনের আলয়।
কি সৌভাগ্য আজি মম, তিরোহিত রজস্তম,
মহানন্দ অন্তরে আমার ;
অমৃতের আস্বাদনে এ কূপ-মণ্ডুক-মনে
উথলিছে তৃপ্তি-পারাবার।
কি অঞ্জলি করি দান কিছুই না জানে প্রাণ ;
কোন্ অর্ঘ্যে করিব বন্দনা ?
ভকতির নেত্রজল পরাণে জাগায় বল
যাচি তাই পরসাদ কণা।

ঘটে যদি কোন ত্রুটি, সেবকের কর ছুটি'
অবিরত যাচিছে মার্জ্জনা—
নিবেদিনু উপহার এই প্রেম-রত্ন-হার
নরোত্তম দাসের প্রার্থনা ।

যিনি বিশ্ব-কীর্ত্তিমান্ এই প্রার্থনার তান
যেন তাঁরি চরণেরি তল,
ব্যাকুল এ চিত্ত সনে, অনাগত পুণ্যক্ষণে,
স্পর্শি' হয় নির্ম্মল সফল ।

বৈষ্ণব-সেবক
শ্রীনিমাইচরণ মল্লিক ।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের

প্রার্থনা।

(১)

সম্প্রার্থনাত্মিকা।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক-শরীর।
হরিহরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ পদে কবে হবে মতি।
কবে হাম বুঝব যুগলপিরিতি॥

রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

(২)

দৈন্যবোধিকা।

হরিহরি! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল-আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহাসভার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল-আধ,
আর কিসে পূরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত-মাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥

সে-সব-ভকত-সঙ্গ,　　যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা,　জনম গোঙাইনু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥

(৩)

সম্প্রার্থনাত্মিকা।

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহ অতি রসময়,　　সকরুণ-হৃদয়,
অবধান কর নাথ! মোরে॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র,　　গোপীজনবল্লভ,
হে কৃষ্ণপ্রেয়সীশিরোমণি!
হেমগৌরী শ্যাম-গায়,　　শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী॥

অধম দুর্গতিজনে, কেবল করুণামনে,
ত্রিভুবনে এ যশ-খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেখিলে নাহি মোর গতি॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয়জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণকৃষ্ণ জয়জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে করি, নরোত্তম ভূমে পড়ি
কহে দোঁহে পূরাও মনসাধে॥

(৪)

স্বাভীষ্ট-লালসা।

হরিহরি! হেন দিন হইবে আমার।
দুঁহ অঙ্গ পরশিব, দুঁহ অঙ্গ নিরখিব,
সেবন করিব দোঁহাকার॥

ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি,
যোগাইব অধরযুগলে ॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,
এই মোর জীবন-উপায়।
জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন,
তোমা বিনে অন্য নাহি ভায় ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধমজনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা! প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

(৫)

দৈন্যবোধিকা।

হরিহরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্যজনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায়।
সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥

হাহা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গাপায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

(৬)

সাধক-দেহোচিত-লালসা।

হরিহরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব শ্রীরাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন ॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপগুণ-গান ॥
'রাধিকা গোবিন্দ' বলি কান্দি উচ্চস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়ানের নীরে ॥

এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথদাস আর জীবের-জীবন ॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
শুদ্ধভাবে শ্রীদাম-সুবল-আদি সখা ॥
সবে মিলি কর দয়া—পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

(৭).

দৈন্যবোধিকা।

প্রাণেশ্বর! নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ,
গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে ॥
তুয়া পাদপদ্ম-সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি নাথ করুণার নিধি।

পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণে পরম রস,

কার কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি ॥

দারুণ সংসারগতি, বিষয়ে খণ্ডিত মতি,

তুয়া-বিসরণ-শেল বুকে ।

জরজর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,

জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥

মো হেন অধম জনে, কর কৃপা-নিরীক্ষণে,

দাস করি রাখ বৃন্দাবনে ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম, প্রভু মোর গৌরধাম,

নরোত্তম লইল শরণে ॥

(৮)

হরিহরি ! কৃপা করি রাখ নিজপদে ।

কাম ক্রোধ ছয় জনে, লৈয়া ফিরে নানা স্থানে,

বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে ॥

হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈরাগ্যবেশে
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরেঘরে ॥

অনেক দুঃখের পরে, ল'য়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া ॥

পুন যদি কৃপা করি, এজনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

(৯)

(মোর) প্রভু মদনগোপাল, গোবিন্দ গোপীনাথ,

দয়া কর মুঞি অধমেরে।

সংসার-সাগর-মাঝে, পড়িয়া রৈয়াছি নাথ,

কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে॥

অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,

শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।

এ বড় ভরসা মনে, লৈঞা ফেল বৃন্দাবনে,

বংশীবট যেন দেখি সুখে॥

কৃপা কর আগু গুরি, লহ মোরে কেশে ধরি,

শ্রীযমুনা দেহ পদ-ছায়া।

অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ,

দয়া কর—না করহ মায়া॥

অনিত্য এ দেহ ধরি, আপন আপন করি,
পাছেপাছে শমনের ভয়।
নরোত্তমদাস ভনে, প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনে,
পাছে ব্রজপ্রাপ্তি নাহি হয়॥

(১০)

স্বনিষ্ঠা।

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোব গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলাসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান-কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস-আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মন ঘেরা,
কহে দীন নরোত্তমদাস ॥

(১১)

মনঃশিক্ষা।

নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জীবন জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার।

অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাইপদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দুখানি ॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাইপদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ ॥

(১২)

অরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুবি গৃহ-বিষ-কূপে,
দগ্ধ কৈল্ এ পাঁচ পরাণ ॥
তাপত্রয়-বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।

রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন ॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
কায়মনে লহরে শরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হইল পতিতপাবন ॥
গোরা দ্বিজ-নট-রাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে,
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তমদাসে কহে, গোরা-সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন ॥

(১৩)

শ্রীগৌরভক্তমহিমা।

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ! ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

(১৪)

পুনঃ প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনে কে দয়ালু জগতসংসারে ॥
পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ! প্রেমানন্দসুখী
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুখী ॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই ॥
হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্যপ্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস ॥

(১৫)

সপার্ষদ-ভগবদ্বিরহজনিত-বিলাপঃ।

যে আনিল প্রেমধন করুণাপ্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্যঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস॥

(১৬)

পুনশ্চ সদৈন্য-বিলাপঃ ।

হরিহরি । বড় শেল মরমে রহিল ।

পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগত ভরিয়া প্রেম দিল ।

মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি ।

দিব্য-চিন্তামণিধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেহ ধামে না কৈনু বসতি ॥

বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কহে, জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা বিনে ॥

(১৭)

বৈষ্ণব-মহিমা।

ঠাকুর-বৈষ্ণব-পদ, অবনীর সম্পদ,
শুন ভাই! হঞা একমনে।
আশ্রয় লইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণভক্তি লভে,
আর সব মরে অকারণে ॥
বৈষ্ণবচরণজল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥

তীর্থজল-পবিত্র-গুণে,　　লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক,　　সম নহে এইসব,
যাতে হয় বাঞ্ছিতপূরণ॥
বৈষ্ণবসঙ্গেতে মন,　　আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ॥

(৮)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ।

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ!　　করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি,　　তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি মোরে কর পার॥

বিধি বড় বলবান্,   না শুনে ধরম জ্ঞান,
সদাই করমপাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ-লেশ,   যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ,   মদ অভিমান-সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন,   ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥
না লইনু সত-মত,   অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়,   দেখিশুনি লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজপাশ ॥

(১৯)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি !*

পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥

কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় ?

এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ?

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।

দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ ॥

হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম।

তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।

গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ ॥

প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি॥

(২০)

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিচাশী।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষদরশি প্রভু পতিত-উদ্ধার!
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

(২১)

দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা।

হরিহরি! কি মোর করম অভাগ।

বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,

নাহি ভেল হরি-অনুরাগ॥

যজ্ঞ দান তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম জপ ধ্যান,

অকারণে সব গেল মোহে।

বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,

বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥

সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,

নাহি ভেল অপরাধকারণ।

সতত অসত-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,

কি করিব আইলে শমন॥

শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে', শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সে রূপ ভাবন॥
রাধাকৃষ্ণ-দুঁহু-পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সঁপিনু আপনা॥

(২২)

সাধকদেহোচিত-শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা।

হরিহরি! আর কি এমন দশা হব।
এ ভবসংসার তাজি, পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজভূমে যাব॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন,
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।

প্রেমে গদগদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ-নাম লৈঞা,
কান্দিয়া বেড়াব উভরায় ॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈঞা,
ডাকিব হা রাধানাথ ! বলি ।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে পিব করপুটে তুলি ॥
আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায় ।
বংশীবট-ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
পড়িয়া রহিব তার ছায় ॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি,
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস ।
ভ্রমিতেভ্রমিতে কবে, এ-দেহ-পতন হবে,
কহে দীন নরোত্তমদাস ॥

(২৩)

হরিহরি ! আর কবে পালটিবে দশা ।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা ॥
ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব ।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥
যমুনার জল যেন, অমৃতসমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া ।
কবে রাধাকুণ্ডজলে, স্নান করি কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥

ভ্রমিব দ্বাদশবনে, রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনেজনে, ব্রজবাসিগণস্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥
ভোজনের স্থান কবে, নয়নগোচর হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ॥

(২৪)

করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কাস্থা গায় দিয়া,
তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥

হরিহরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।

ফলমূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা-অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥

শীতল যমুনাজলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।

বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলিকুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া ॥

দেখিব সঙ্কেতস্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।

কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি ! কাঁহা গিরিবরধারি !
কাঁহা নাথ ! বলিয়া ডাকিব ॥

মাধবীকুঞ্জেরোপরি, সুখে বসি শুকশারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণরস।

তরুমূলে বসি তাহা, শুনি জুড়াইবে হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস ॥

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী-রাধিকা-সাথ,
দেখিব রতনসিংহাসনে।
দীন নরোত্তমদাস, করয়ে দুর্লভ আশ,
এমতি হইবে কত দিনে ॥

(২৫)

হরিহরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি ॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥
ষড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনেবনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনাপুলিনে ॥

তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণবনিকটে ॥
নরোত্তমদাস কহে করি পরিহার
কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥

(২৬)

সবিলাপ-শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা।

আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব ॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥
আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি
দেখিব নয়নযুগ ভরি ॥

শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরাণ॥
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জনে হইব নিরমলে॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস।
নরোত্তমদাস করে আশ॥

(২৭)

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যোঃ বিজ্ঞপ্তিঃ।
রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি জীবনেমরণে।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রিদিনে
যে স্থানে যে লীলা করে যুগলকিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাহে হও ভোর॥

শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ সেবোঁ নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র মহৌষধি ॥
শ্রীরতিমঞ্জরি দেবি! মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম-ছায়া ॥
শ্রীরসমঞ্জরি দেবি! কর অবধান।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম-ধ্যান ॥
বৃন্দাবনে নিত্যনিত্য যুগলবিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

(২৮)

সখীবৃন্দে বিজ্ঞপ্তিঃ।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনেমরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন।
রতনবেদীর উপর বসাব দুজন ॥

শ্যামগৌরী-অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূরতাম্বূলে ॥
ললিতা-বিশাখা-আদি যত সখীবৃন্দ !
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস ॥

(২৯)

স্বাভীষ্ট-লালসা।

হরিহরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
কেলিকৌতুকরঙ্গে করিব সেবন ॥
ললিতা-বিশাখা-সনে, যতেক সখীর গণে,
মণ্ডলী করিব দোঁহ মেলি।

রাইকানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরিফিরি,
নিরখি গোঙাব কুতূহলী ॥
অলস-বিশ্রাম-ঘরে, গোবৰ্দ্ধন-গিরিবরে,
রাইকানু করিবে শয়নে।
নরোত্তমদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
অনুক্ষণ চরণ-সেবনে ॥

(৩০)

গোবৰ্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল,
রাইকানু করিবে শয়নে।
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুখময় রাতুল-চরণে।
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি,
যোগাইব বদনকমলে।

মণিময় কিঙ্কিণী, রতননূপুর আনি,
পরাইব চরণযুগলে ॥
কনক-কটোরা পূরি, সুগন্ধি চন্দন বুরি,
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥
দোঁহার কমলআঁখি, পুলক হইয়া দেখি,
দুঁহুপদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে ॥

(৩১)

হরিহরি! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে, আহীরীগোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব ॥

যাবটে আমার কবে, এ-পাণিগ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর প্ররম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তার পায়॥
তেঁহ কৃপাবান্ হৈঞা, রাতুল-চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবি দুহাঁর যুগল-চরণ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুঁহ-চাঁদমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।

বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,

হেন দিন হইবে আমার ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,

রাখিবে রাতুল দুটী পায় ।

নরোত্তমদাস ভনে, প্রিয়নর্ম্মসখীগণে,

কবে দাসী করিবে আমায় ॥

(৩২)

হরিহরি ! আর কি এমন দশা হব ।

ছাড়িয়া পুরুষদেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,

দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব ॥

টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নবগুঞ্জাহারে বেড়া,

নানা-ফুলে গাঁথি দিব হার ।

পীতবসন অঙ্গে,   পরাইব সখী-সঙ্গে,

বদনে তাম্বূল দিব আর ॥

দুঁহু-রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি,

নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।

নবরত্ন জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী,

তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া ॥

সে না রূপমাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,

এই করি মনে অভিলাষ।

জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,

নিবেদয়ে নরোত্তমদাস ॥

(৩৩)

সিদ্ধদেহেন শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং সাক্ষাদ্‌বিজ্ঞপ্তিঃ ।

প্রাণেশ্বরি ! এইবার করুণা কর মোরে ।
দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
এইজন নিবেদন করে ।
প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে ।
রাখ এই সেবাকাজে, নিজ পদপঙ্কজে,
প্রিয়-সহচরীগণ-মাঝে ॥
সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক-বসন নানা-রঙ্গে ।

এই সব সেবা যাঁর, দাসী যেন হঙ তাঁর,
অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে ॥
জল সুবাসিত করি, রতনভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূরবাসিত গুয়া-পান।
এসব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ-মালতী-মালা,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপাম ॥
সখীর ইঙ্গিত হবে, এসব আনিয়া কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তমদাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে ॥

(৩৪)

পুনস্তথৈব বিজ্ঞপ্তিঃ।

অরুণ-কমল-দলে, শেজ বিছাইব,
বসাইব কিশোরকিশোরী।

অলকা-আবৃত-মুখ-, পঙ্কজ মনোহর,
মরকতশ্যাম হেমগোরী ॥
প্রাণেশ্বরি ! কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি।
আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর,
শুনব বচন দুঁহু মিঠি ॥

মৃগমদ-তিলক, সিন্দূর বনায়ব,
লেপব চন্দন-গন্ধে।
গাঁথি মালতীফুল, হার পহিরাওব,
ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে ॥

ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব,
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটব দুঁহু কলেবর,
হেরব পরম আনন্দে ॥

নরোত্তমদাস-, আশ পদপঙ্কজ-,
সেবন-মাধুরী-পানে।
হোওয়ব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিহ্ন,
দুঁহুজন হেরব নয়ানে॥

(৩৫)

স্বাভীষ্ট-লালসা।

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে,
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে,
মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে॥
হরিহরি! মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুঁহুক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি,
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে॥

চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে,
চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব,
বনাইব বিচিত্র কবরী ॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন-কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব,
হেরব মুখ-সুধাকর ॥
নীল-পট্টাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে ॥
কুসুম-কমলদলে, শেজ বিছাইব,
শয়ন করাব দোঁহাকারে।

ধবল চামর আনি,　　মৃদুমৃদু বীজব,
　　ছরমিত দুঁহুক শরীরে ॥
কনকসম্পুট করি,　　কর্পূর তাম্বূল ভরি
　　যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধরসুধারসে,　　তাম্বূল সুবাসে,
　　ভোখব অধিক যতনে ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু,　লোকনাথ দীনবন্ধু,
　　মুই-দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন,　　প্রিয়নর্ম্মসখীগণ,
　　নরোত্তম মাগে এই দান ॥

(৩৬)

হরিহরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন-গিরিবরে,　　পরম-নিভৃত-ঘরে,
　　রাইকানু করাব শয়ন ॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা,　　চরণ ধোয়াইব,
　　মুছব আপন চিকুরে।

কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি,
যোগাইব দুঁহুক অধরে ॥
প্রিয়-সখীগণ-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজকরে। •
দুঁহুক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব,
দুহুঁ অঙ্গ পুলক অন্তরে ॥
মল্লিকা মালতী যুথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোনার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি,
কবে দিব দোঁহাকার গায় ॥
আর কবে এমন হব, দুঁহুমুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥

(৩৭)

শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিঃ।

প্রভু হে! এইবার করহ করুণা।
যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি,
এই মোর মনের কামনা॥
নিজপদ-সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
দুঁহু পঁহু করুণাসাগর।
দুহুঁ বিনু নাহি জানো, এই বড় ভাগ্য মানো
মুই বড় পতিত পামর॥
ললিতা-আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয়-সখী-সঙ্গে হয় মনে।
দুঁহু দাতা-শিরোমণি, অতিদীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে॥
পাব রাধাকৃষ্ণ-পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এসব বিকল।
নরোত্তমদাসে কয়, এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল॥

(৩৮)

অথ আক্ষেপঃ।

হরিহরি! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর।
শুনিতাম সে-সব-কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়ানগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার॥
হরিদাস-আদি বুলে, মহোৎসব-আদি করে,
না হেরিনু সে সুখবিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥

(৩১)

লালসা।

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজনপূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ,
সেই মোর ধরমকরম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ-দুই-নয়ানে।
সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয়শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।

হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদ-ছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

(৪০)

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌরপরিবার!।
সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে-পদ আশ্রয় যার সে-ই মহাশয় ॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত-নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

(৪১)

"এই নব দাসী" বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে ॥

শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন—দাসী হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায় ॥
আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞাবলে।
পবিত্রমনেতে কার্য্য করিব তৎকালে ॥
সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া ॥
দোঁহার সম্মুখে ল'য়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥

(৪২)

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুন কহিবেন আমা পানে চাঞা ॥
সদয়-হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ! এই নব দাসী ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহবাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি ॥

অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া ॥

(৪৩)

হা হা প্রভু লোকনাথ ! রাখ পদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে—হও পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥
এ-তিন-সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজপদতলে দেহ ঠাঞি ॥
রাধাকৃষ্ণলীলাগুণ গাও রাত্রদিনে।
নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে ॥

(৪৪)

লোকনাথ প্রভু ! তুমি দয়া কর মোরে ।
রাধাকৃষ্ণচরণে যেন সদা চিত্ত স্ফূরে ॥
তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে ।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥
সখীগণজ্যেষ্ঠ যেঁহো তাঁহার চরণে ॥
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি সখি ! কৃপাদৃষ্টে চাঞা ।
তাপি-নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা ॥

(৪৫)

হা হা প্রভু ! কর দয়া করুণা তোমার ।
মিছা-মায়াজালে তনু দহিছে আমার ॥
কবে হেন দশা হবে—সখীসঙ্গ পাব ।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব ॥

সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরুচন্দনগন্ধ দোঁহ-অঙ্গে দিব॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব।
সিন্দুর-তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥
বিলাসকৌতুককেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তমদাসে॥

(৪৬)

হরিহরি! কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥

এই আশা করি আমি যত সখিগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিতপূরণ ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি—পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয় ॥
সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি
কৃপা করি কর মোরে অনুগত-দাসী ॥

(৪৭)

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা।
অধম-পতিতজনে না করিহ ঘৃণা ॥
এ-তিন-সংসারমাঝে তুয়া-পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর ॥

সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুলহৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু! চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥

(৪৮)

মাথুরবিরহোচিত-দর্শনলালসা।

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ-পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান ॥
হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন।
সে-প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে
সুখময় যমুনাপুলিন ॥

ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তমদাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

(৪৯)

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী ॥
তারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ ॥
মুখের মুছাব ঘাম—খাওয়াব পান-গুয়া।
ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া ॥

বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

(৫০)

আক্ষেপঃ।

গোরা-পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতনধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন-করমদোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধফাঁস॥
বিষয়-বিষমবিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

(৫১)

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য-চিন্তামণি-ধাম,
রতনমন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দীনীরে, রাজহংস কেলি করে,
তাহে শোভে কনক-কমল ॥
তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে,
শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥
ও-রূপ-লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য-পরিহাস-সম্ভাষণে।
নরোত্তমদাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সদাই স্ফুরুক মোর মনে ॥

(৫২)

কদম্বতরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল,
ফুটিয়াছে ফুল সারিসারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী ।।
রাইকানু বিলাসই রঙ্গে।
কিবা রূপলাবণি, বৈদগধ-খনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে ।।
রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুরমধুর চলি যায়।
আগেপাছে সখীগণ, করে ফুল-বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায় ।।
পরাগে ধূষর স্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল,
মণিময়-বেদীর উপরে।
রাইকানু কর যোড়ি, নৃত্য করে ফিরিফিরি,
পরশে পুলকে তনু ভরে ।।

মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ,
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখইন্দু,
অধরে মুরলী নাহি বাজে॥
হাস-বিলাস রস, সরল মধুর ভাষ,
নরোত্তম-মনোরথ ভরু।
দুহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচনমোহন লীলা করু॥

(৫৩)

আজি রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী॥
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেম-সুধাধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরীসঞ্চার॥
প্রেমে পিছল পথ—গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ-চন্দন-কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥
দিগবিদিগ নাহি,—প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম— না জানে সাঁতার॥

অতিরিক্ত পদ।

হেদেহে নাগরবর, শুন ওহে মুরলীধর,
নিবেদন করি তুয়া-পায়।
চরণ-নখর-মণি, যেন চাঁদের গাঁথনি,
ভাল শোভে আমার গলায়॥
শ্রীদাম-সুদাম সঙ্গে, যখন বনে যাও রঙ্গে,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রইল তুয়া-পানে চেয়ে॥
চাই নবীন-মেঘ-পানে, তুয়া বঁধু! পড়ে মনে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু! গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥

মণি নও মাণিক নও, আঁচলে বাঁধিলে রও,
ফুল নও যে কেশে করি বেশ।
নারী না কম্নিত বিধি, তুয়া-হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশদেশ ॥
অগুরুচন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখাইতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা-পায়।
কি মোর মনের সাধ, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত,
বিধি কি সাধ পূরাবে আমায় ॥
নরোত্তমদাসে কয়, তোমার উচিত হয়,
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া।
যেদিন তোমার ভাবে, আমার এ দেহ যাবে
সেই দিনে দিও পদছায়া ॥
ইতি শ্রীনরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয়ের
প্রার্থনা সমাপ্ত।